PRICE Rs. 5/-

শিশুভবন পত্রিকা

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের মুখপত্র
AN ORGAN OF NEHRU CHILDREN'S MUSEUM

SISHUBHAVAN PATRIKA

খন্ড - ৪৪ ঃ সংখ্যা - ১ ও ২ ঃ জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ২০১৯ *visit our website : www.nehrumuseum.org* **Vol- 44 : No - 1 & 2 : January & February 2019**

জীবন নয় - জীবনের কথা

যুগল শ্রীমল
(৮/১০/১৯১৯ - ১২/২/১৯৯৬)

এ বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ। অর্থাৎ যুগল শ্রীমল একশো বছরে পা দিলেন। আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে তিনি যখন নশ্বর দেহ ত্যাগ করে চলে যান তখন তিনি যে ভাবনাগুলি দিয়ে যান সেগুলি নিয়ে সদর্থক চিন্তাভাবনা আজও হয়নি বলা চলে। তিনি বলেছিলেন স্পোর্টস ইউনিভার্সিটির কথা। বছরের পর বছর অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের খেলাধূলায় ভারতবর্ষের মান উল্লেখযোগ্য না হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন আর বারবার চেষ্টা করেছিলেন মূল জায়গাটিকে খুঁজে বার করতে। তারপরেই তিনি লেখেন "why a sports University". দীর্ঘদিনের কর্পোরেট সেক্টরের অভিজ্ঞতা দিয়ে যুগলবাবু এটা বুঝেছিলেন যে যদি খেলাধূলাকে অভিভাবকদের মনে একটা জীবিকাযোগ্য বিষয় বলে তুলে না ধরা যায় ততদিন অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের খেলাধূলাতে উৎসাহ দেবেন না।

ভারতবর্ষের মত এত বিশাল একটা দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে একটা চাকরীর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে খেলাধূলার মত একটা পরিশ্রমসাধ্য অনুশীলন একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই করা যায় - তার জন্য জীবন বাজী রাখা যায় না। ফলে কুঁড়িগুলি ফুটে ওঠার আগেই ঝরে যায়। অথচ সরকারী স্তরে যদি খেলাধূলাকে অন্যান্য বিষয়ের মতই একটা ডিগ্রীর সাবজেক্ট করা হত তাহলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এই ডিগ্রীর দিকে পাঠাতে দ্বিধা করতেন না। সামগ্রিক ভাবে গোটা দেশেই এর একটা প্রভাব পড়ত এবং দশ বছর হোক বা বিশ বছর হোক খেলাধূলায় স্নাতক ছেলে-মেয়েরা ক্রীড়া উপযোগী একটা পরিবেশ তৈরী করতে পারত যার প্রত্যক্ষ প্রভাব ক্রীড়ার মাঠেই পড়তই। বলা বাহুল্য, যুগলবাবুর লেখা, সর্বভারতীয় আলোচনা চক্র বা প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা - কোনওটিই অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতই সরকারের মাথাভারী প্রশাসনের কাছে গুরুত্ব পেল না ফলে স্বাধীনতরা ৭০ বছর পরেও বিশ্ব খেলাধূলার মানচিত্রে আজও ভাতবর্ষের স্থান শেষের দিকে।

আরো একটা বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে ভেবেছিলেন। পেশার ভিত্তিতে যাকে তাকে ''তুই'' বা ''তুমি'' বলার রেওয়াজটা দেশের সর্বত্র- তার বয়স যাই হোক না কেন। অথচ চেয়ারে বসা লোক দেখলেই ''আপনি''। ফলে আমাদের দেশে অফিস কাছারীর বাবু ছাড়া সব কাজই দ্বিতীয় শ্রেণীর। সব ক্ষেত্রেই আপনি র বদলে ''তুই বা তুমি''। যুগলবাবু এটা নিয়ে শুধু যে লিখেছেন তাই নয়, নিজে সারা জীবন পালন করেও এসেছেন। হাসতে হাসতে বলতেন পান বিক্রেতাকে ''আপনি'' বলাতে কোনও দিন পানের দাম নিলই না। এইটা চালু হলে কত যে যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়ে যেতে পারত তা বোঝানো যাবে না। একদিক দিয়ে প্রত্যেক পেশা যেমন গুরুত্ব পেতে পারত তেমনই জাতের অভিমান চলে যেত। অথচ আমাদের দেশেই তো পদবী ছিল ''স্বর্ণকার'', ''কুম্ভকার'', ''কর্মকার'' - প্রতিটিই তো পেশার সঙ্গে যুক্ত।

শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাই মনে হয় যুগল শ্রীমল সময়ের আগেই পৃথিবীতে চলে এসেছিলনে। সমস্যাগুলি একই জায়গায় রয়ে গেছে অথচ সমাধান নিয়ে কোনও স্তরেই কোনও ভাবনা চিন্তা নেই। মনে হয় অন্তত ছোট করে কি আমরা আবার শুরু করতে পারি না - পেশাগত ভাবে ''তুই'', ''তুমি'' না বলে ''আপনি'' বলা বা বিয়েবাড়ী, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পৈতের মত অনুষ্ঠানে ভুরিভোজ না খাওয়া।

শতবর্ষে এটাই বোধহয় যুগল শ্রীমলকে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা জানানো হবে।

Thank You Donors

Col. S. Chakraborty	Education & Health Care Foundation	Mriganka Kr. Roy
Debajyoti Datta	Jayanta Kr. Ghosh	Strategy Advt. Pvt. Ltd.
Dr. Susmita Banerjee	Karukrit Traders	Samaresh Chakraborty
Dr. Krishna Laskar Bandyopadhyay	Kaberi Singha Sadhukhan	Sreedevi Thyagarajan

Forthcoming Programmes

46th Sit & Draw Art Contest Organised by : Nehru Children's Museum	27th April	Saturday	16/3, Gariahat Road
	1st May	Wednesday	Nehru Children's Museum
Expressions' 19 Art Exhibition Presented by : Students of Painting Dept. Organised by : Nehru Children's Museum	23rd April to 28th April	Tuesday to Sunday	Academy of Fine Arts Arts, Central Gallery, Kolkata

বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী

মায়ের কোলে শিশু। বিশ্বজগতের এই চিরন্তন ছবিকেই এবারের বিষয় করে তোলা হয়েছিল নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনীতে। প্রতিটি সন্তানই মায়ের কাছে ভীষণ আদরের- তা সে পশুর হোক বা পাখীর হোক। মানুষের তো কথাই নেই। জীবজগতের নানান পশু-পাখীর সঙ্গে মানব শিশু ও মায়ের বেশ কিছু ছবিকে দেওয়ালের গায়ে ফুটিয়ে তুলল নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা। তাদের সঙ্গে যোগ্য সাহচর্য দিয়েছেন মিউজিয়ামের অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী। প্রাচীর চিত্র অঙ্কনের সঙ্গে ছিল বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী এবং ক্র্যাফ্টের ওয়ার্কশপও।

পুরো প্রদর্শন ছিল তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে ১২ এবং ১৩ই জানুয়ারী প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কলা সমালোচক দেবব্রত চক্রবর্তী, চিত্রশিল্পী শ্যামশ্রী বসু ও অপূর্ব ব্যানার্জ্জী। ছোটদের ছবি নিয়ে নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের উদ্যোগকে সকলেই প্রশংসিত করেন। দেবব্রত চক্রবর্তী বলেন যে মিউজিয়ামের শিশুরা যে উত্তরোত্তর উন্নত হয়ে উঠছে তার প্রমাণ এই প্রদর্শনী। অপূর্ব ব্যানার্জ্জী বলেন যে প্রদর্শনীর বেশ কিছু কাজ বড়দের মত বললে ভুল হবে, বড়দের চিন্তাভাবনাকেও ছাপিয়ে গেছে। শ্যামশ্রী বসু বলেন যে নেহরু মিউজিয়ামের এই প্রদর্শনীতে এলে মনে হয় আমাদের ছোটবেলাটা কেন এমন ছিল না। তিনি অভিভাবকদের আবেদন করেন ছোটদের স্বতস্ফূর্ত ভাবনায় কোনও বড়দের ভাবনা আরোপ না করতে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের দিন নির্দিষ্ট ছিল ১৯ ও ২০শে জানুয়ারী। অতিথি ছিলেন দেবাশীষ মল্লিক চৌধুরী, অঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও শুচিব্রত দেব। প্রত্যেকবারই এই প্রদর্শনীতে আসেন এই তিন শিল্পী। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা যে কথাগুলি বললেন তা অন্যান্যবারের থেকে একটু আলাদা হবেই। তাঁরা বললেন প্রত্যেকটি ছবিই হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত, ছোট্ট হাতের তুলির আঁচড়ে ফুটে ওঠা ছবি যেন বলতে চাইছে দেখো এই পৃথিবী কত সুন্দর, কত রঙীন।

প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য এক সপ্তাহ ছাড় দিয়ে ২রা এবং ৩রা ফেব্রুয়ারী ছিল তৃতীয় পর্যায়ের প্রদর্শনী এবং প্রাচীর চিত্র অঙ্কন। এই দুদিনে এঁকে ফেলা হয় বাকী দেওয়ালগুলি। মুগ্ধ করা প্রতিটি দেওয়াল চিত্র, তার সঙ্গে প্রায় তিনশো ছাত্র-ছাত্রীর আঁকা ছবির প্রদর্শনী। দেখে অভিভূত শিল্পী অসিত পাল, বিরাজ কুমার পাল ও সুমিত দাশগুপ্ত।

অসিত পাল বললেন "ছোটরা একটু কথা বলবেই, তারপর যেই ছবি আঁকতে বসে যাবে অমনই তারা মগ্ন হয়ে যাবে ছবির বিষয়ে। আঁকা শেষ হলেই তারা আবার চলে যাবে গল্পের মধ্যে।"

প্রাচীর চিত্র অঙ্কন ও বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনীর সঙ্গে ছিল "ক্র্যাফ্ট" এর কাজও। এবারের হাতের কাজের বিষয় ছিল ছোট গনেশ ও কুলোর উপর চিত্রাঙ্কন। আর প্রতি রবিবার দেখানো হয়েছে ছোটদের ছায়াছবি।

প্রতি শনি ও রবিবার অভিভাবকদের সঙ্গে বহু দর্শক এসেছেন ছবির এই মহাযজ্ঞ দেখতে। বস্তুত কলকাতা মহানগরীর ইঁট কাঠ পাথরের স্তুপের মধ্যে রং নিয়ে এই সৃজনশীল প্রচেষ্টা এক কথায় অভিনব। ছোট শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং প্রশিক্ষকবৃন্দ সকলে মিলেই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন এই মহাযজ্ঞে।

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামে আয়োজিত বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামে আয়োজিত বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামে আয়োজিত বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী

রবীন্দ্র সদনে সৃজনী ২০১৯

মঞ্চ জুড়ে শুধুই রঙ-বেরঙের খেলা আর সুর তাল-লয়ের জমজমাট ছন্দ। নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের বাৎসরিক ''সৃজনী''তে প্রশিক্ষক মন্ডলী শুধু যে কম্পোজিশনেই দক্ষতা দেখিয়েছেন তাই নয়, সাজ সজ্জা ও আলোক প্রক্ষেপণের দক্ষতাকে সর্বতোভাবে কাজে লাগিয়েছেন অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে।

মিউজিয়ামের প্রায় তিনশো ছাত্র-ছাত্রীরা নিবেদনে এবারের ''সৃজনী'' ছিল দেশাত্ববোধের উপর নির্মিত। দেশ মানে যে শুধু মাটি-গাছ-পাথর নয়, দেশ মানে তার মানুষ এবং তার স্বাধীনতা - এই কথাটাই ধ্বনিত হয়েছে কবিতা এবং গানে। সেই কবিতা এবং গান নিয়েই এবারের সৃজনী। সেখানে যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল তেমনই ছিল নজরুল বা চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গান। প্রাণ ভরিয়ে নেচেছে ছোটরা।

বিশেষ কিছু নাচের কথা এই প্রসঙ্গে আসবেই, 'ভয় কি মরণে'র নৃত্যশৈলী ছিল পাইক ড্যান্সের অনুকরণে। সাজসজ্জা, আলো সর্বোপরি লাঠির অনবদ্য ব্যবহারে অপূর্ব হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ পরিবেশনাটি।

কিছু উচ্চাঙ্গ নৃত্যও ছিল। অনুষ্ঠানের শুরুতে এবং বিরতির পরে ওড়িশি নৃত্য পরিবেশন করে নন্দিনী ঘোষালের ছাত্রীরা। চারটি পরিবেশনা। তার মধ্যে একটি ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত নির্ভর। অনুষ্ঠানের বিষয়ের সঙ্গে খাপ না খেলেও পরিবেশনায় কোনও ত্রুটি ছিল না।

এবারের সৃজনীতে বাংলা গানের পাশাপাশি বেশ কিছু হিন্দী দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যও ছিল। আর ছিল কিছু মিউজিক কম্পোজিশন। শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন অনুষ্ঠানের মধ্যে যেন কোনও খামতি না থাকে। প্রত্যেকটি পরিবেশনার পর পরই তাই মুর্হুমুহু করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠছিল প্রেক্ষাগৃহ।

সব মিলিয়ে এবারের সৃজনী ছিল পরিপূর্ণ। শুধু যারা অংশগ্রহণ করেছে তাই নয় অভিভাবক বা দর্শকরাও সাড়ে তিন ঘন্টার অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন সানন্দে।

যাঁদের সম্মিলিত প্রশিক্ষণে রূপ পায় সৃজনী সৃষ্টিগুলি তাঁরা হলেন শুভাশীষ দত্ত, স্বর্ণাভ সেন, তানিয়া সাহা, রুদ্র প্রসাদ রায়, কেকা মজুমদার, মৌটুসি রায়, জয়তী চ্যাটার্জ্জী, নীতা চক্রবর্তী, রেশমা সেন, ডিম্পা ভাওয়াল, বলাকা সরকার, সুস্মিতা চ্যাটার্জ্জী, পায়েল বটব্যাল, সুস্মিতা দে, জয়া সাহা, রেশমা সেন, সোনালী চ্যাটার্জ্জী, ঋতুপর্ণা নন্দী, অনির্বান ঘোষ, নন্দিনী ঘোষাল ও তানিষ্কা রায়। শব্দ প্রক্ষেপনে ছিলেন হাসি পাঞ্চাল, সাজসজ্জায় সঞ্জয় সরকার ও আলোয় উত্তীয় জানা।

সমস্ত অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন প্রণামী বসাক।

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা আয়োজিত সৃজনী ২০১৯

সৃজনী ২০১৯

সৃজনী ২০১৯

সৃজনী ২০১৯

সৃজনী ২০১৯

Happy Birthday To Our Little Friends .... February 2019

Rikita Sarkar	02
Sushmita Poddar	04
Tanusree Maity	04
Deepsikha Das	07
Sanskriti Roy	09
Ritonkar Dutta	09
Swapnil Bhattacharya	09
Arthita Mukhopadhyay	10
Sounab Dey	15
Semanti Mondal	17
Swarnali Halder	18
Sulagnaa Dutta	21
Anuska Sharma	23
Priyadarshini Nag	27

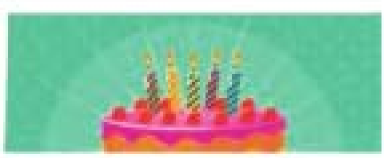

Happy Birthday To Our Little Friends .... March 2019

Manapriyadip Nath	01
Mritsa Sengupta	01
Soujanya Roy Chowdhury	01
Senjuti Das	03
Shubhangi Goswami	03
Suryasnata Majumdar	04
Aditri De	05
Srija Sen	05
Abhrajita Mitra	07
Sampurna Chattopadhyay	12
Ankana Ghosh	12
Aishani Guha	14
Shreyan Naha	14
Jigisha Ghosh	18
Rishita Ghosh	19
Joyshrita Biswas	21
N. Abhinav Kumar	22
Shagnik Chakravroty	26
Subhashini Mishra	30
Samriddhi Pal	31

আফ্রিকান সাফারি

১৯৮০ সাল। তখন আমার বয়স পাঁচ। মা-র কঠোর শাসন - সিনেমা দেখা নিসিদ্ধ। কেবল মাত্র ছোটোদের ভাল সিনেমা আসলে বাবা দেখাতে নিয়ে যেতেন। একবার সেইরকমই বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন একটা সিনেমা দেখাতে, হলটা মনে পড়ে না, তবে সিনেমার সব চরিত্রগুলি এখনো স্মৃতিতে উজ্জ্বল, চোখে এখনো ভাসে। সিনেমার নাম 'বিউটিফুল পিপল'। বড় হয়েও বেশ কিছুবার দেখেছি সিনেমাটি। আর মনে একটা সুপ্ত বাসনা ছিল, যদি কখনো প্রত্যক্ষভাবে তাদের দেখার একটা সুযোগ মেলে, কি ভালই না হয়।

সেই সুযোগ মিলল এতদিনে। আমার কলেজের এক সহপাঠিনী চাকরী সূত্রে বেশ অনেক বছর রয়েছে ডার-এস-সালাম। আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তানজেনিয়া। তানজেনিয়ার পূর্ব সীমান্ত বরাবর ভারত মহাসাগর। এই সমুদ্রতটেই তানজেনিয়ার বন্দর-শহর ডার-এস-সালাম। তানজেনিয়ার উত্তরে রয়েছে দুটি দেশ - কিনিয়া ও উগাণ্ডা। বিখ্যাত আফ্রিকার জঙ্গলটি রয়েছে এই তিনটি দেশ জুড়ে - কিনিয়া, উগাণ্ডা ও তানজেনিয়া। জঙ্গলের যে অংশটি রয়েছে কিনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে তার নাম মাসাই মারা - বর্তমানে মাসাই মারা ন্যাশনাল রিজার্ভ। কিনিয়া অঞ্চলের আদিবাসীরা মাসাই নামে পরিচিত। আর ওই অঞ্চল দিয়ে বয়ে গেছে বিখ্যাত মারা নদী। এই দুই এ মিলে মাসাই মারা। আয়োতন ১,৫০০ বর্গ কিমি। এটি মারা-সিরিঙ্গিটি অরণ্যের উত্তরভাগ। এই অরন্যের বাকি অঞ্চল অর্থাৎ ২৫,০০০ বর্গ কিমি রয়েছে তানজেনিয়ার উত্তরাঞ্চলে। এটিই সিরিঙ্গিটি।

২২শে নভেম্বর ২০১৮, আমরা রওনা দিলাম কলকাতার নেতাজী সুভাষ বিমানবন্দর থেকে। কলকাতা থেকে মুম্বাই, এবং মুম্বাই-এর ছত্রপতি শিবাজি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে রওনা হলাম ডার-এস-সালামের উদ্দেশ্যে। সময় লাগল মোট ১২ ঘণ্টা। বিমানটির যাত্রাপথে দুটি অস্থায়ী বিরতি ছিল। ওমানের ম্যাসকাট-এ ঘণ্টা দুই ও তানজেনিয়ার জানজিবার-এ আধ ঘণ্টা। জানজিবার তানজেনিয়ার একটি দ্বীপ। এরপর জানজিবার থেকে ডার-এস-সালাম। এই জানজিবার থেকে ডার-এস-সালাম যাওয়া - এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। সময় লাগে মাত্র ১৫ মিনিট। তাই বিমানটি তার পূর্ণ উচ্চতায় ওড়ে না। ভূপৃষ্ঠ থেকে সর্বোচ্চ মাত্র ৩,৫০০ হাজার ফুট উচ্চতায় ওড়ে, যেখানে সাধারণ বিমান ওড়ে ৪০,০০০ ফুট উচ্চতায়। এবং পথটি সম্পূর্ণ ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে। বিমানের জানালা দিয়ে দেখলাম নীচে গাঢ়নীল সাগর ও উপরে হালকা নীল মুক্ত আকাশ ও মাঝে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য টুকরো টুকরো সাদা মেঘের ভেলা। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য, ছবিতে আবদ্ধ করা যায় না, ভাসায় বর্ণণা মেলে না এর। ডার-এস-সালাম এর বিমান বন্দরটির নাম জুলিয়াস নেরেরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। জুলিয়াস নেরেরে তানজেনিয়ার প্রথম রাস্টুপতি। বিমানবন্দরে আমার বন্ধু এসেছিল আমাদের রিসিভ করতে। সেখান থেকে সোজা চলে গেলাম ওর ফ্ল্যাটে, ১৬ সি, ফায়ার ব্রিগেড রোড। আধ-ঘন্টার পথ। ফ্ল্যাটে ঢুকতেই চোখে পড়ল বসার ঘরের এক প্রান্তে লম্বা-চওড়া বারান্দা - বারান্দা থেকে দেখা যায় ভারত মহাসাগর। সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে বেশ দু-তিনটি জাহাজ। বাইনোকুলার ছিলই সাথে। বের করে দু-চোখ ভরে দেখলাম সে দৃশ্য। ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে সমূদ্র - ভাবা যায়।

২৬ তারিখ রওনা হলাম সিরিঙ্গিটির উদ্দেশ্যে। ডার-এস-সালাম বিমান বন্দর থেকে উড়ে গেলাম আরুসা। ঘন্টাখানেকের পথ। আফ্রিকার দ্বিতীয় উচ্চতম পাহাড় মেরু পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত এই ছোট শহর আরুসা। আরুসা সিরিঙ্গিটির প্রবেশদ্বার। আরুসা থেকে কিলিম্যান্জারো পর্বতের দূরত্ব ৮৩ কিমি। আরুসা থেকে সিরিঙ্গিটি যাওয়ার পথে দূরে দেখা যায় কিলিম্যান্জারো পাহাড়। কিলিম্যান্জারো আফ্রিকার

মারা - সিরিঙ্গিটি ও গোরোঙ্গোরো অঞ্চল

গোরোঙ্গোরো গহ্বর

হোয়াইট ক্রাউনড স্রিক

সুপার্ব স্টার্লিং

উচ্চতম পাহাড়, উচ্চতা ৫,৮৯৫ মিটার। চূড়াটি সাদা বরফে মোড়া। এটিই আমাদের চাঁদের পাহাড়। আরুসায় এক রাত থেকে পরের দিন সকাল ৬ টায় স্থানীয় একটি ট্র্যাভেল কম্পানি 'ওয়ার্ল্ড টুর অ্যান্ড সাফারিস' -এর সাফারি জীপ এল আমাদের নিতে। আগেই বুকিং ছিল। শুরু হল আমাদের সাফারি। আমাদের জীপের সারথিই ছিলেন আমাদের সাফারির গাইড। নাম স্ট্যানলে। আরুসা থেকে সিরিঙ্গিটি যেতে সময় লাগল সাড়ে ছয় ঘণ্টা। আরুসা থেকে সিরিঙ্গিটি যাওয়ার পথটি গোরোঙ্গোরো মধ্যে দিয়ে। গোরোঙ্গোরো কনসার্ভেসন এরিয়া, আয়োতনে ৮,২৯০ বর্গ কিমি। একটি আগ্নেয়গিরি যেটি বিস্ফোরণ হয়েছিল আজ থেকে ২০-৩০ লক্ষ বছর আগে। আগ্নেয়গিরিটি শীতল হওয়ায় তার চূড়াটি ধসে যায়। এই ধসে যাওয়ার ফলে পাহাড়ের চূড়ায় শৃষ্টি হয় একটি গহ্বর (crater)। এই গহ্বরটি ৬১০ মিটার গভীর। গহ্বরটির একটি ভৌগলিক নাম আছে - ক্যাডেরা (caldera)। গোরোঙ্গোরোর গহ্বরটি আয়োতনে ২৬০ বর্গ কিমি। এবং এখানে আস্তানা গড়েছে অশংখ্য পশু-পাখি। তানজেনিয়ার জাতিয় ভাষা সোয়াহিলি (Swahili)। গোরুর গলায় যে ঘণ্টা বাধা হয় তাকে সোয়াহিলিতে গোরোঙ্গোরো বলে। আগ্নেয়গিরিটির পাদদেশে যে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি রয়েছে - সেটিই সিরিঙ্গিটি। সোয়াহিলি ভাষায় সিরিঙ্গিটির অর্থ সমতল ভূমি। আগ্নেয়গিরি থেকে যে গলিত ম্যাগমা অতিবাহিত হয়েছিল তা শীতল হয়ে সৃষ্টি করেছিল সিরিঙ্গিটি। প্রবেশের মুখে সিরিঙ্গিটির কার্যালয়। কার্যালয়ের ঠিক বাইরেই খোলা আকাশের নীচে গাছের ছায়ায় বেশ কিছু টেবিল ও বেঞ্চপাতা। স্ট্যানলে সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন প্যাকট লাঞ্চবক্স। সবাই মিলে সেখানে লাঞ্চ সারলাম। লাঞ্চে থাকত স্যান্ডুইচ, ডিম সিদ্ধ, ফল, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস, ও ছোট ছোট বোতলে জুস ও জল। খেতে খেতেই কতরকমের পাখির দেখা মিলল সেখানে। একটির পিঠের পালক সার্টিনের মত গাড় নীল ও পেটের রং লালচে বাদামী এবং মাথাটি কালো - পাখিটির নাম সুপার্ব স্টার্লিং। এই পাখিটি পূর্ব আফ্রিকার সাবানা অঞ্চলে দেখা যায়। উগাণ্ডা, ইথিয়োপিয়া, সোমালিয়া, তানজেনিয়া ইত্যাদি দেশে। পাশেই আরেক ধরনের পাখি। পেটটি সাদা ও পিঠটি কালো, মাথাটিও ধবধবে সাদা এবং ঘাড় ও ঠোঁট বরাবর গোল কালো দাগ। অপূর্ব দেখতে। এদের নাম হোয়াইট-ক্রাউণ্ড স্রিক। এদের তানজেনিয়া অঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। এখানে একটা কথা না বলে পারছি না। তা হল সেখানকার মানুষের শৃঙ্খলাবোধ ও প্রাণীদের প্রতি তাদের আন্তরিক ভালবাসা। সেখানে পাখিদের কোনরকম খাবার দেওয়া একেবারে নিসিদ্ধ। বড় বড় করে লেখা আছে 'ডু নট ফিড বার্ডস'। খেতে গিয়ে অসাবধানবশত খাবারের টুকরো পড়ে গেলে তা তুলে নিতে হবে। এবং খাবারের মোড়ক, প্যাকেট সহ সবকিছু গুছিয়ে জীপে করে নিয়ে হোটেলে এসে ফেলতে হবে। ওখানে ফেলারও কোন রকম ব্যবস্থা নেই পাছে সেগুলোও পাখিদের কোনরকম অসুবিধা সৃষ্টি করে। সারাক্ষণ নজরদারী চলছে ক্লোস সার্কিট ক্যামেরায়। পারব আমরা এই ভাবে পরিবেশের কথা ভাবতে, পরিবেশ রক্ষা করতে? আমার মনে হয় একটু প্রাণীদের প্রতি ভালবাসা, সহানুভুতি ও সচেতনতা থাকলে না পারারও কিছু নেই। তৈরী করতে হবে শুধু সেই মানষিকতা। কিন্তু আর তো ধৈর্য ধরে না। আফ্রিকান সাফারি বলতে তো প্রথমেই মনে পড়ে সিংহের কথা। কখন দেখব সেই সিংহ বা বিগ ফাইভ?

(ক্রমশ)

শিল্পী সরকার গুপ্ত

You ***can help us***
to help the needy section of our Society

- ***By sponsoring one handicapped child- Rs. 1,800/- for one year.***
- ***Donation of Rs. 25,000/- to the Corpus Fund will help a handicapped child to receive a Scholarship from the interest accrued from this fund.***
- ***We presently award Scholarships amounting to Rs. 4 lakhs to 227 handicapped, blind and poor children from donations received from individuals, Organisations & Trusts.***
- ***Jugal Srimal Scholarships (value of each Scholarship Rs. 1,800/-) are given to Children in the streams of Rabindra Sangeet, Nazrul Geeti, Bengali Recitation, Bharat Natyam, Kathak and Odissi. By sponsoring a child @ Rs. 1,800/- for a year to continue training in performing arts.***

Donations enjoy exemption U/s. 80G of Income Tax Act 1961. All cheques must be drawn in the name of National Cultural Association.

Names of all Donors over Rs. 3,000/- are displayed at Nehru Children's Museum for one year (April to March)

To Continue With Our Welfare Activities We solicit Your kind Support

Join us to build a better, brighter and beautiful India

নেহরু মিউজিয়াম আয়োজিত পিকনিক - ২০১৯

মানুষের জীবন কর্মময়। আর এই কর্মময় জীবনের সঙ্গী হলো ব্যস্ততা। ব্যস্ত জীবনের মাঝে একটু ছুটি পেলে তো ভালোই হয়। সেই রকমই আমাদের অর্থাৎ নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম এর সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও ব্যস্তময় জীবনের মধ্যে একটু ছুটি পাওয়া গেলো এবং প্রতি বছরের মতো পিকনিক যাবার পরিকল্পনা নেওয়া হলো। পরিকল্পনা আগে থেকেই করেছিলেন দিপ্তী-দি আমি তাকে একটু সহযোগিতা করে দিই।

দুজনে মিলে স্থির করি পিকনিক হবে দেউলটির "প্রান্তিক" রিসর্টে। তারিখ স্থির হলো পনেরোই জানুয়ারী। পরিকল্পনা মতো দল বেঁধে সকলে মিলে বেরিয়ে পড়লাম আমরা প্রান্তিকের উদ্দেশে। পৌঁছলাম বেলা ১০.৩০ মিনিটে। প্রান্তিকের আতিথেয়তা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করল। পরে আমাদের প্রিয় ম্যাম ও দেবেশ স্যারের উপস্থিতি পরিবেশকে আরো জমজমাট করে দিলো। আরো কিছুক্ষণ পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন আমাদের প্রিয় স্যার শ্রী সুদীপ শ্রীমল, ইন্দ্রানী ম্যাম ও অন্যান্য সদস্যগণ (নেহরু মিউজিয়ামে)। সকলের উপস্থিতি পরিবেশকে আরো আনন্দময় করে তুলেছিলো কারণ আনন্দ সবসময় ভাগ করে নিলে বেড়ে যায়। যাই হোক সবাই হৈ হৈ করতে করতে কখন যে দুপুরের খাবার সময় হয়ে এলো তা বুঝিনি। যথা সময়ে খাবার খেয়ে আর একটু বসে আমরা বেরিয়ে এলাম। আসার আগে রিসর্ট এর লোকেদের ধন্যবাদ দিতে ভুলিনি কারন এমন মনোরম পরিবেশে পিকনিক সত্যিই অতুলনীয়।

এরপরে আমাদের গন্তব্য স্থান ছিল সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর দেউলটির স্মৃতি বিজড়িত বাসস্থান। সেখানে বসে তিনি "বিপ্রদাস" উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর স্মৃতি ওখানে এখনও উজ্জ্বল এবং সেগুলিকে সংরক্ষণ করা হয়েছে খুব ভালো ভাবে। ওনার ব্যবহৃত হুঁকো, আরামকেদারা, বালিশ, খাট আজও সংরক্ষিত। তার পূজিত ঠাকুর আজও নিত্য পূজা পান। স্মৃতির সরণি বেয়ে কখন যেন মনে হচ্ছিলো যে আমি হয়তো ফিরে গেছি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে। যেখানে তিনি অবলা নারীর মনের কথা লিখেছেন। আর আমাদের বাড়তি পাওনা হলো রূপনারায়ণ নদী, সারি সারি ধানক্ষেৎ ও প্রকৃতির নিয়মে হওয়া সূর্যাস্তের সময়ের রাঙা সূর্য।

সত্যিই প্রকৃতির অদ্ভুত রূপ। সেই রূপকে চাক্ষুস করলাম আমরা। এরপর বাড়ী ফেরার পালা। বাসে গিয়ে বসলাম সকলে এবং বাস রওনা দিলো অফিসের উদ্দেশ্যে। মন খারাপ যে করছে না তা নয় কিন্তু শেষই শুরুর সূচনা। আবার দিন গোনার পালা শুরু। যাই হোক ওই দিনটি আমাদের সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

চৈতালী দে।

পিকনিক - ২০১৯

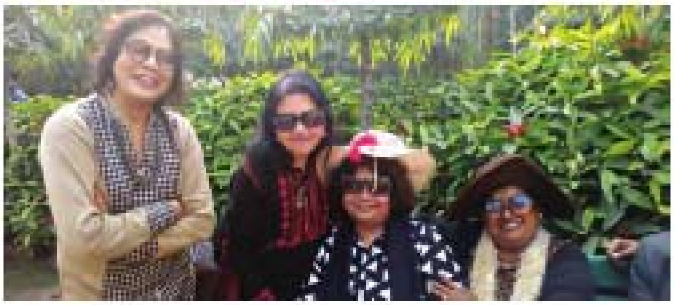

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম আয়োজিত

৪৬ তম বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

৫-১৬ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য এবং ৫-১৮ বছরের প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য
(১ এপ্রিল ২০১৯ অনুযায়ী)

গ্রীণ ৫ থেকে ৮ বছর	বাগান অথবা নৌকায় ভ্রমণ	১ মে'১৯
হোয়াইট ৮ বছর ১ দিন থেকে ১২ বছর	চিড়িয়াখানা পরিদর্শন অথবা দীপাবলি	১ মে'১৯
ব্লু ১২ বছর ১ দিন থেকে ১৬ বছর	ধুনুচি নাচ অথবা কার্নিভাল	১ মে'১৯

প্রতিবন্ধী শিশুদের

ইয়েলো ৫ থেকে ১২ বছর	বৃষ্টির দিন অথবা পাহাড়ের দৃশ্য	১ মে'১৯
রেড ১২ বছর ১ দিন থেকে ১৮ বছর	ট্রেনে ভ্রমণ অথবা রান্নাঘরের দৃশ্য	১ মে'১৯

কো-অপ ব্যাঙ্কোয়েট হল ১৬/৩ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা ১৯
সকল বিভাগের প্রতিযোগিতা ২৭ এপ্রিল'১৯

প্রতি গ্রুপে দশটি করে পুরস্কার দেওয়া যাবে

প্রথম পুরস্কার	শংসাপত্র	+	স্মারক	+	১,২০০/-	টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	শংসাপত্র	+	স্মারক	+	১,০০০/-	টাকা
তৃতীয় পুরস্কার	শংসাপত্র	+	স্মারক	+	৭৫০/-	টাকা
চতুর্থ পুরস্কার	শংসাপত্র	+	স্মারক	+	৬০০/-	টাকা
পঞ্চম পুরস্কার	শংসাপত্র	+	স্মারক	+	৪০০/-	টাকা

প্রতি গ্রুপের ষষ্ঠ থেকে দশম স্থানাধিকারীকে স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

৫০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে।

নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম, ৯৪/১ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০
দূরভাষ ঃ 2223 3517 / 6878 / 1551 / 0424 / 4007 / 98745 73496 / 98366 65588
সোম ও মঙ্গলবার বাদে
চিলড্রেনস হাউস, ১৬/২ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৯
দূরভাষ 2460 4291 সকাল ১১ টা থেকে সন্ধ্যা ৫ টা রবিবার বাদে
এছাড়া
লেখাপড়ায় বালিটিকুরী, হাওড়া 94335 32682

Editor : Prabal Dutta, Associate Editor : Indrani Sengupta, Published by Indrani Sengupta on behalf of National Cultural Association and printed at Display Printers Pvt. Ltd. 16/3 Gariahat Road, Kolkata 700 019.
Contact : 94/1 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, E-mail : nehrumuseum1972@gmail.com